

ড.আহমদ শরীফ এর বিহগদৃষ্টিতে ‘বিশ শতকে বাঙ্গালী

নুরুজ্জামান মানিক

জ্ঞানের গভীরতায়,মৌলিক চিন্তায়, চর্চায় এবং সর্বোপরি মানবতাবাদ প্রচারে অধ্যাপক ড.আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯) বাংলাদেশের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক দ্রোহ ও প্রথাবিরোধিতা যার মানসের আন্তর্গত বৈশিষ্ট্য ।

১৯৯৮ এ ঈক্ষণ কর্তৃক প্রকাশিত অধ্যাপক ড.আহমদ শরীফ এর ‘বিশ শতকে বাঙ্গালী’ নামক চার ফর্মার অর্থাৎ ৬৪ পৃষ্ঠার খুদ্র কলেবরের পুস্তকটির প্রথম ৪০ পৃষ্ঠা জুড়েই বিশ শতকের বাঙ্গালীর ধর্মীয় ,সামাজিক,সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণ করেছেন নির্মোহ বিহগদৃষ্টিতে। পরবর্তী চব্বিশ পৃষ্ঠা জুড়ে রয়েছে তার সাহিত্য -সংস্কৃতি বিষয়ে তার বিহগদর্শণ।এই লেখায় মূলত তার সাহিত্য -সংস্কৃতি বিষয়ক বিহগদর্শণ নিয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা থাকবে।

আমরা জানি ,‘আধুনিকতা’টামটি এসেছে ইউরোপ থেকে।তাই,আমাদের আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ইউরোপীয় ‘আধুনিকতা’র প্রভাব স্বাভাবিক। অধ্যাপক ড.আহমদ শরীফ এর মতে ,‘আমাদের উনিশ ও বিশশতকী সব কিছুই যুরোপীয় মগজী অবদানের নির্যাস ও ছায়া।আমাদের উদারতা,রক্ষণশীলতা,বর্জনশীলতা,উন্মুক্ততা,গ্রহনবিমুক্ততা সবটাই যুরোপীয় সাহিত্যে মেলে।দেশী চেতনার প্রতিভা মেলে লালনে আর বিদেশী তথা প্রতীচা মনীষার প্রভাবজ প্রতভা হলেন রবীন্দ্রনাথ।

গোটা বিশশতকেই আমাদের অধিকাংশ শিক্ষিত লোক ছিলেন তারই গাঢ় গভীর প্রভাবে মনে-মননে-অভিভূত ও অনুসারী (পৃঃ৪১-৪২)

স্মার্তব্য,আহমদ শরীফ নিজে ব্যক্তি বা সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের অনুরাগি/পুজারি ছিলেন না।বরং ছিলেন তার কট্টর সমালোচক।যদিও তিনিই পাকিস্তান আমলে তৎকালিন সরকারের রবীন্দ্রবিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করেছিলেন এবং কলম ধরেছিলেন কিন্তু পরবর্তিতে ‘রবীন্দ্র তৃতীয় প্রজন্মে রবীন্দ্র-সমালোচনার ধারা’ নামে একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথকে নানা কারণে আভ্যুক্ত করার কারণে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হন। তবে,তার নানা লেখায় ও সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন যে ,তিনি রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভক্ত ও অনুরাগি।(দ্র,দৈনিক সংবাদ,২২ ফেব্রুয়ারী ২০০৬)

রবীন্দ্রপ্রভাবের বাইরে কারা ছিলেন।এমন সন্ধিৎসার উত্তর পাওয়া যায় তার এই কথায় : ‘কবি মোহিতলাল মজুমদার,যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত,কাজী নজরুল ইসলাম এবং বিশশতকের উষাকালে যার জন্ম সেই জসীমউদ্দিনও আর কবি -গল্পকার-প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) ছিলেন রবীন্দ্রপ্রভাববলয়ের বাইরে এবং নতুন ও স্বতন্ত্র মত -পথ-ভাষা -ভঙ্গি অধিকারী।তবে,নজরুল ইসলাম জনপ্রিয়তায় তুঙ্গে।তাদের প্রত্যেকের সৃষ্ট কাব্যজগৎ চিন্তায় -চেতনায় -বক্তব্যে -ভঙ্গিতে স্বাদে আলাদা।রবীন্দ্রনাথের পরেই তাদের স্থান। ’ (পৃঃ৪৩)নজরুল কে তিনি প্রগতিশীল ও প্রগতিবাদী

কবিদের তালিকায় স্থান দিয়েছেন ।(পৃ-৪৫)। উল্লেখ্য,ড.আহমদ শরীফই এদেশে প্রথম ‘নজরুল অধ্যাপক ছিলেন কিন্তু কবি নজরুল এর বিরূপ সমালোচনার জন্য নিন্দিত হন। তার এই দ্রোহ আর সাহসের উৎস কি ? তারই ভাষায় : ‘আমার সাহসের উৎস। হচেছ হঠকারিতা, অবিশ্যকারিতা ,সংস্কৃত শব্দ।আমি ভেবে চিনতে কোনো কাজ করতে পারিনা।আমি যেটা মনে করি উচিৎ, সেটা উচিত।’(দ্রঃ সংবাদ,ঐ)

বাংলাদেশের আরেক প্রথাবরোধী লেখক হুমায়ূন আজাদ তার ‘নিঃসঙ্গ শেরপা’ গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে বুদ্ধদেব বসুকে বাঙ্গলা ভাষায় আধুনিকতার শিক্ষক বলে মেনেছেন। অধ্যাপক আহমদ শরীফ এই মতামতের সরাসরি দ্বিমত প্রকাশ না করে বলেন : ‘ বুদ্ধদেব বসু ভাষা-ভঙ্গিতে উচু মানের হয়েও গদ্যে -পদ্যে -কবিতায় গল্পে-উপন্যাসে তার শ্রেষ্ঠত্বের ও নেতৃত্বের প্রত্যাশা পূরণ করেননি। (পৃঃঐ)

ড.হুমায়ূন আজাদের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের প্রধান ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কবি শামসুর রাহমান প্রসঙ্গে তিনি বলেন : তিনি যে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ কবি তাতে কোন সন্দেহ নেই।কিন্তু আমাদের যে কোন শ্রেষ্ঠ বা মহৎ কবির যে একটা জীবন-জিজ্ঞাসা থাকে, একটা সুস্পষ্ট জীবনচেতনা বা আদর্শসূত্রে তার সব কবিতা গাথা থাকে অর্থাৎ একটা বানী থাকে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে , তা সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মতো তার নেই।তার অনুভব-উপলব্ধি যেন চোখের কোনেই স্থিত, যা দেখেন তা-ই কবিতায় পংক্তিমালা হয়ে রূপ পায়।(পৃ-৪৪)

চলবে